দৈনিক খবর

039

তা 21 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাস্তবধর্মী শিক্ষা নীতি

।। আবুল হোসেন মিয়া ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিটি শ্রেণীতে মানবিক সমতা রক্ষার জন্য তাহাদের নিজেদের শ্রেণীর লোকই হইতে হইবে। ধনিক শ্রেণী কখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করিতে পারিবে না। তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনও ধনিক শ্রেণীর চরিত্র গঠনে সাহায্য করিতে পারিবে না এবং প্রতিটি শ্রেণীই তাহার নিজস্ব সক্রিয়তায় পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি শ্রেণীর বয়োবৃদ্ধ লোকেরাই হইল তাহার ধারক ও বাহক। একটা অফিস ক্লিনার বলেই যে তাহার সমাজে সামাজিক সমস্যা কম তাহা নয়। সুতরাং যে শ্রেণীর বয়স্ক লোকেরা যত সঠিকভাবে তাহার সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতে পারে সে সমাজ জাতির জন্য এবং নেদারল্যাণ্ড সরকারের জন্য তত অর্থবহ ও সৃজনশীল। সুতরাং আমাদের দেশে সমাজ জীবনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। এখন বাকী রইল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষিত ডিপার্টমেন্টাল ডাইরেক্টরদের শ্রমের মূল্য। প্রথমতঃ কথা হইল যে, আমাদের দেশে একটা লোক যে তার পেশা বেছে নেয়, কেন বেছে নেয়। কারণ সে তার পেশাটাকে পছন্দ করে। ধরুন একটা লোক যার মধ্যে নেতৃত্বের স্পৃহা আছে তাহাকে কোন কিছুর বিনিময়েই উচ্চ শিক্ষা হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। হয়ত বা এই নেতৃত্বের প্রতিফলন নানাভাবেই হইতে পারে যেমন— (১) কোন অফিস বা মিল কারখানায় পরিচালক বা মানব সমাজের জন্য কোন কিছু আবিষ্কার করিয়া একটা লোক তাহার দক্ষতা বা নেতৃত্ব দেখাইতে পারে। সামরিক বাহিনীতে একটা সেনাদলকে পরিচালনা করিয়াও নেতৃত্ব দেখাতে পারে, অথবা দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে কোন বৃহত্তর স্বার্থের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যও নেতৃত্ব দিতে পারে। আর যে লোকটার কোন ক্ষেত্রেই কোন নেতৃত্ব দেওয়ার ইচ্ছা নাই তাহাকে কোটি কোটি টাকার বিনিময়েও উচ্চ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করাইতে পারিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারটা টাকা পয়সার সংগে কোন সম্পর্কই নাই। যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবার তাহাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া হউক বা না হউক তাহারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করিবেই। তবে আমাদের দেশের (হল্যাণ্ড-এর) উচ্চ শিক্ষিত লোকদেরকে যে আমরা নিতান্তই অবজ্ঞা করি তা নয়। এই যেমন ধরুন একটা সম্পূর্ণ নূতন পিএইচডি পাস করা লোককে আমরা কমের পক্ষেও 'ডাইরেক্টর ট্রেনিং' হিসাবে যোগদানপত্র দিয়া থাকি, তার নীচে নয়। তিন বছর কৃতকার্যতার সহিত অন দি জব ট্রেনিং পাস করিবার পর তাহাকে আমরা ডাইরেক্টর পদে বহাল করি নেই। এবং তখন আমরা তাহাকে বেতন ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা যেমন— সুপ্রশস্ত অফিস রুম, নিজের জন্য একটা গাড়ী, বাচ্চাদের স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্য একটা গাড়ী, আপ্যায়ন ভাতা, ফ্রি ফারনিসড বাড়ী ইত্যাদি দিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার বয়সের হিসাবে ও নেতৃত্ব দেওয়ার মান অনুযায়ী তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন সবই আমরা দিয়া থাকি। সোজা কথায় আমরা সম্পূর্ণ সমাজ বা জাতিকে সুস্থ, সবল, উন্নত চরিত্র রাখার জন্য যে ধরনের বেতন কাঠামোর প্রয়োজন আমরা তাই করিয়াছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হল্যাণ্ডে কোন চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের দেশের মত বদলীযোগ্য নয়। মনে করুন কোন ছেলে বা মেয়ে যদি ব্যাংকিং-এ গ্রাজুয়েশন করিয়া থাকে তাহা হইলে ব্যাংক ছাড়া অন্য কোথাও সে চাকুরী পাইবে না। অবশ্য এক ব্যাংক হইতে অন্য ব্যাংকে সে বদলী হইয়া যাইতে পারে। অথবা টাকা থাকিলে, টাকা আদান-প্রদানের কাজ করিতে পারে। কিন্তু অন্য কোন চাকুরী বা পেশা সে বাছিয়া লইতে পারিবে না। এই জন্যই কোন বিশেষ বিষয়ের উপর গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও প্রথম চাকুরী জীবনে ঢুকিতে হইলে অবশ্যই অন্ দি জব ট্রেনিং-এর প্রয়োজন হয় যাহাতে তাহারা তাহাদের পেশায় কোন দিনই অকৃতকার্য না হয়। তবে তোমাদের দেশে বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে ওটা আমাদের দেশে অনেক দিন পূর্বে ছিল। পাঠকবর্গ আপনাদের কাহার কি মতামত তাহা আমার জানা নাই, তবে ওদের ঐ বেতন পদ্ধতি বা শ্রমনীতি যাই বলুন আমার কাছে কিন্তু খুবই ভাল মনে হয়েছে।

আপনার কোন একটা যন্ত্রপাতি মনে করুন আপনার বাসার রঙ্গীন টিভি সেটটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল, তখন সেটাকে আপনি টিভি মেরামত কেন্দ্রে লইয়া গেলেই সেটা তাহারা ঠিক করিয়া দিবে। বা মানুষের শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তার আছে, ঔষধ আছে, আর যে অসুবিধাগুলির ঔষধ নাই তাহা মানুষের জানা আছে এবং লোকজন সেইভাব মত তার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আমাদের সমাজের বা জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা বা রোগগুলির জন্য কিন্তু কোন ডাক্তার, বা মেকানিক বা ঔষধ-পত্র কিছুই নাই। অথচ আমাদের সমাজ জীবনে সমস্যা লেগেই আছে। আমাদের দেশে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। অথচ উন্নত দেশগুলি ওদের সমাজ ও জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শিক্ষা জীবন হইতেই ওদের ছেলেমেয়েদের এমনভাবে গড়িয়া তুলে যে, তাহারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমাজের সমস্যা দূর করার জন্য ব্যস্ত থাকে। ওদের দেশে রাজনীতির ভিত্তিমূল হইল সমাজ সেবা।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বাস্তবধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমাদের ছেলেমেয়েদের ফলাফল গভীরভাবে নিরীক্ষা করা হইবে। যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দেখা যাইবে নেতৃত্বের স্পৃহা আছে ও সমাজ সেবামূলক কাজের দিকে ঝোঁক বেশী শুধু সেই ছেলেমেয়েগুলিকেই রাষ্ট্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মনোনীত করা হইবে। ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে তাহারা কলা বিভাগের সাধারণ বিষয়ে লেখাপড়া করিবে। ১০ম শ্রেণীতে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া ম্যাট্রিক বা ও, লেবেল বা এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট লাভ করিবার পর তাহারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হইবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে তাহাদিগকে সমাজ সেবক হিসাবে আখ্যায়িত করা হইবে। প্রতিটি ছাত্রের বাসার সামনে সমাজ সেবক হিসাবে তাহাদের যার যার নেমপ্লেট থাকিবে। সমাজের যে কোন সমস্যা জর্জরিত লোক বা ভদ্র লোক তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য এই সমস্ত সমাজসেবীদের নিকট সাহায্যের জন্য শরণাপন্ন হইতে পারিবে। কলেজ হইতে প্রতিটি সমাজ বিজ্ঞান ছাত্রদের নামে একটা করে কমপিউটার কার্ড ইস্যু করা থাকিবে। উক্ত কার্ডে প্রতিটি ছাত্র কি কি ও কি ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজ করিল তাহার উল্লেখ থাকিবে। যাহাদের জন্য সমাজ সেবামূলক কাজটি করিল উক্ত ছাত্র সম্পর্কে তাহাদের মতামত দেওয়ার জন্যও একটা ঘর থাকিবে। ইহা ছাড়া, সেবা গ্রহণকারী ভদ্র লোক বা ভদ্র মহিলা ছাত্র সম্পর্কে তাহাদের ধারণা স্কুলে আসিয়া গোপনীয়ভাবে মাস্টারের নিকটও ব্যক্ত করিতে পারেন। সমাজ সেবার কোন ছাত্র সম্পর্কে যদি একে একে তিনবার নালিশ দায়ের করা হয় তবে উক্ত ছাত্রকে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে রাখা চলিবে না অন্য কোন বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

এ ব্যাপারে নেদারল্যাণ্ডে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা হইল প্রতিটি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রকে কমপিউটার কোড্ নাম্বারসহ একটি 'রিমার্ক কার্ড' দেওয়া হয়। সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা যেখানে যেখানে যায় প্রত্যেকটি জায়গায়ই তাহারা তাহাদের কার্ডটি পূরণ করার জন্য বাড়িয়া দিবে। সাহায্য গ্রহণকারীরা কার্ডের উপর শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাহাদের মতামত লিখিয়া দিবে এবং কার্ডে লেখা কোডেও শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাহাদের মতামত কমপিউটারেও লোড করিয়া দিবে যাহা বোর্ড-এর সেন্ট্রাল কমপিউটারে যাইয়া উক্ত শিক্ষার্থীর কোড-এ সংযোজিত হইবে। এই ব্যবস্থা এই জন্য করা হইয়াছে যাহাতে শিক্ষার্থীরা জোরপূর্বক কোন সাহায্য গ্রহণকারীর নিকট হইতে ভাল রিমার্ক আদায় করিতে না পারে। এ ধরনের সমাজ কল্যাণমূলক কাজের একটা ছোট নমুনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। মনে করুন মিসেস 'এ' একজন বিধবা। তাহার দুইটি বাচ্চা, সে একজন চাকুরীজীবী। তাহার ছোট্ট এই ফ্যামিলির জন্য একটা রেশন কার্ড-এর প্রয়োজন। যেহেতু চাকুরীর জন্য তাহাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয় সেহেতু ফ্যামিলি রেশন কার্ড-এর জন্য একটু সময়ও সে ব্যয় করিতে পারিতেছে না। সে স্থলে মিসেস 'এ' অফিস ছুটির পর তার মহল্লার সমাজ সেবকের সহিত দেখা করিয়া একটা রেশন কার্ড-এর জন্য যে সমস্ত খবর-বার্তার প্রয়োজন তাহা শিক্ষার্থী সমাজ সেবককে দিয়া দিবে। শিক্ষার্থীটি পরদিন কলেজে যাইয়া কলেজে রক্ষিত রেজিস্টারে ব্যাপারটি লিখিয়া তাহার শিক্ষকের গোচরীভূত করিবে। শিক্ষক মহোদয় এ ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব খবরা-খবর নেওয়ার পর যখন বুঝিতে পারিবে যে, ঘটনা সত্য এবং কাজটা প্রয়োজনীয় বটে তখন তিনি উক্ত শিক্ষার্থীকে উক্ত মহল্লায় যাওয়া-আসার যাতায়াত খরচ দিবে ও কমপিউটার কোড নাম্বারসহ কার্ডটি শিক্ষার্থীর হাতে দিয়া দিবে। শিক্ষার্থী রেশন অফিসে যাইয়া রেশন কার্ড সংগ্রহ করিয়া মিসেস 'এ'-কে রেশন কার্ডটি দিয়া দিবে। এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীর নিজস্ব কমপিউটার কার্ডে উভয় পার্টি মানে রেশন অফিস ও ভদ্র মহিলা উভয়েই শিক্ষার্থীর চরিত্র, চলাফেরা, কথা বলার ধরন প্রভৃতির উপর মতামত লিখিয়া দিবে। আবার উভয় পার্টিই প্রয়োজনবোধে (কারণ শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ যদি ভাল হইয়া থাকে তবে আলাদা কোড-এ খবর পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে না) কমপিউটার কোড নাম্বার দিয়া সরাসরি কমপিউটারেও তাহাদের মতামত পাঠাইয়া দিতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, একজন সমাজকর্মী যখন কাহারও কোন সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিয়া দেয় তখন এই অনুকম্পা গ্রহণকারী লোকটি (এক্ষেত্রে মিসেস-এ) শিক্ষার্থীকে কিছু টিপস্ ৫/১০ গিলডারের একটি পুরস্কার দিয়া থাকে। এতে করে ছাত্রদের সামাজিক কাজের ইচ্ছা আরও বাড়িয়া যায় এবং ছাত্ররা হরতাল, পিকেটিং, হাইজ্যাকিং এ সমস্ত ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামায় না। ইহা হইল, একটা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রের বাস্তব জীবনের ছোট একটা সমাজকর্মের নিদর্শন। এইভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে থাকাকালীন সময়েই ছাত্ররা হাজার হাজার সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে ও সীমাহীন জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে।

সমাপ্ত